দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ১০/৩/২০০৫
পৃষ্ঠা: ১৩ কলাম ৫

৪৩

মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

'ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও প্রসঙ্গ কথা'

শুরুতেই বলে নেয়া ভাল যে, আমি একটি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজে বাংলা বিষয়ে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। পেশার সুবাদেই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আর এখানে আমি বোর্ডের একজন পরীক্ষক মাত্র, এটিই এখানকার মৌলিক পরিচয়। তাই এই পরিচয়কে অবলম্বন করেই প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে বোর্ডের আহবানে উত্তরপত্র গ্রহণ করি এবং বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী উত্তরপত্র পরীক্ষণের কাজও সমাপ্ত করি। তবে বোর্ড থেকে উত্তরপত্র গ্রহণের দিনটিকে আমার কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয় এই জন্য যে, এদিনে উত্তরপত্র গ্রহণের সুবাদে আমার পরিচিত অনেক সহকর্মী/বন্ধু/শুভানুধ্যায়ীর সাথে কুশল বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। কিন্তু ২০০০ ইং সালেই এর ব্যতিক্রম ঘটল। কেননা, আমি বরাবরের মত এ বছরও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উত্তরপত্র পরীক্ষণের নিয়োগপত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু না! আমার নিয়োগপত্র আসেনি। অবস্থার প্রেক্ষাপটে খানিকটা হতাশ হলাম। 'মনে মনে ধারণা জন্মেছিল, পরীক্ষক হওয়ার নিয়োগপত্র ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ঠিকই পাঠিয়েছে, হয়তো যে কোন কারণেই হোক তা প্রাপকের হাতে পৌছুতে পারেনি। নিয়োগপত্র আমার হাতে না পৌছলেও শিক্ষা বোর্ডে সংরক্ষিত পরীক্ষক নিয়োগপত্রের মূল তালিকায় নাম অবশ্যই রয়েছে।

বোর্ড কর্তৃক ইস্যুকৃত নিয়োগপত্র না পেয়েও আমার বিষয়ের উত্তরপত্র বন্টনের নির্ধারিত তারিখে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে হাজির হলাম। কিন্তু এবার সম্পূর্ণরূপে হতাশ এবং একই সাথে বিরক্তও হলাম। কেননা, বোর্ডে সংরক্ষিত পরীক্ষক নিয়োগপত্রের ফাইলে আমার নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমার মত এরকম অবস্থার শিকার আরো অনেককেই সেদিন বোর্ড অফিসে দেখা গেছে। তাদের কয়েকজনের সাথে কথাও হয়েছে। তেমনি খোঁজ নিতে আসা অনেক শিক্ষিকা বোর্ডের পরীক্ষক নিয়োগপত্রের মূল তালিকায় একই নাম ...র উল্লেখ রয়েছে বলে অবাক করা ... জানালেন। অথচ অনেক যোগ্য ও ...জ্ঞ পরীক্ষকের নাম এই তালিকায় ... তাছাড়া এবার গণহারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ম পত্রের পরীক্ষক হওয়ার জন্য আবেদনকারী ২য় পত্রের এবং ২য় পত্রের আবেদনকারী ১ম পত্রের পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন, যা অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ। আরো জানা গেছে যে, এবার যিনি পরীক্ষক হওয়ার জন্য আদৌ কোন আবেদন করেননি। তার নামেও পরীক্ষক হওয়ার নিয়োগপত্র চলে গেছে তার স্বীয় ঠিকানায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের কাছে গেলাম সৃষ্ট জটিলতা থেকে উত্তরণের জন্য। তাঁকে খোলাখুলিভাবে সব বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারবেন না বলে পরীক্ষক নিয়োগ শাখার একজন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নাম উল্লেখ করে তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে বললেন। তখন বোধগম্য হলো দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকেও দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা এড়ানোর কত টেকনিক বা কৌশলই না এই বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। যথারীতি সংশ্লিষ্ট উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে বোর্ড অফিসের কোথাও খুঁজে না পেয়ে মধ্যাহ্ন বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা করে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হলো।

'পরীক্ষক হবার নিয়োগপত্র পাইনি'– এ কথাটি অনেকেই সংকুচিত চিত্তে বলেছি। আবার অনেককে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেছি। যাক, এসবকিছুর জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে দায়ী না করে পারলাম না।

তবে একথা ঠিক, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষক নিয়োগে যে অব্যবস্থাপনা বিরাজ করছে, তা অব্যাহত থাকলে পরবর্তীতে আর অনেকেই পরীক্ষক হওয়ার জন্য খুব একটা আগ্রহ দেখাবে না।

এবারের পরীক্ষক নিয়োগ নিয়ে এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ, হয়তো কম্পিউটারকে দায়ী করবেন, যা তারা অতীতেও করে এসেছেন। কম্পিউটার যেখানে বিশ্বকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে দিয়েছে, উন্নত বিশ্ব যেখানে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রতিনিয়তই সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হতে চলেছে। সেখানে আমাদের দেশের কতিপয় ব্যক্তি দায়িত্ব এড়াতে 'নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা'– প্রবাদটির মত কম্পিউটারকে দোষারোপ করছেন।

অতএব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা উত্তরণে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি ঃ

(১) ২০০০ সালের পরীক্ষক নিয়োগ নিয়ে যে অনিয়ম হয়েছে তা সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। আর ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(২) নতুন পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত সুস্পষ্ট নীতিমালা যথাযথভাবে পালন করা।

(৩) পরীক্ষকগণের কাজের উপর ভিত্তি করে প্রধান পরীক্ষকগণ যেভাবে ক, খ, গ গ্রেডমার্ক দিয়ে থাকেন, তা কঠোরভাবে মেনে চলা। তবে এক্ষেত্রে 'ক' গ্রেডপ্রাপ্ত পরীক্ষককে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তী বছরে বর্ধিত উত্তরপত্রের ব্যবস্থা করা। আর 'গ' গ্রেড শ্রেণীর পরীক্ষককে তার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে তাকে আগামী ১/২ বছর পর্যন্ত পরীক্ষক হিসেবে অব্যাহতিপত্র প্রদান করা এবং বিষয়টি তাকে আগেভাগেই জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা।

(৪) কোন পরীক্ষক যাতে একাধিকবার উত্তরপত্র গ্রহণ না করতে পারেন সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উত্তরপত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হলো, উদ্বৃত্ত উত্তরপত্র যাতে না থাকে, শুরুতেই সেভাবে উত্তরপত্র বাড়িয়ে বন্টনের ব্যবস্থা করা। তারপরেও কোন কোন পরীক্ষকের অনুপস্থিতিতে উত্তরপত্র যদি উদ্বৃত্ত রয়েই যায়, সেক্ষেত্রে প্রধান পরীক্ষকদের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করা।

(৫) পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক বিল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ৪ মাসের মধ্যে কোন প্রকার তদবির ছাড়াই যেন স্ব স্ব ঠিকানায় পাঠানো হয় তার ব্যবস্থা করা।

(৬) পরীক্ষকগণকে দূরত্বের উপর ভিত্তি করে টিএ/ডিএ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

লেখার উপসংহারে এসে প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক মোহিত লাল মজুমদারের 'পুঁথির প্রতাপ' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছে। আর তাই সঙ্গত কারণেই ধারণা জন্মেছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে আমার এ লেখাটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে তো? না, অজস্র স্তূপাকার পুঁথির অরণ্যে হারিয়ে যাবে? কেননা, একটা সময় ছিল যখন পত্রিকায় লেখালেখি করলে কাজ হতো। কিন্তু মূল্যবোধের অবক্ষয় এখন এত চরমে পৌছেছে যে, কোন কিছুতেই আর কাজ হচ্ছে না। সত্যিকার অর্থেই আমাদের মানবীয় গুণাবলীর চামড়া খসে গিয়ে যেন গণ্ডারের চামড়ায় আমাদের দেহমন বিশ্বকে ক্রমশ আক্রান্ত করছে। তবে কি আমরা সভ্য বিশ্বে বসবাস করেও বাংলাদেশকে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর অন্ধকার গহবরের সন্ধানে এগিয়ে চলেছি? আজ এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সচেতন সকলের কাছেই অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

–মোঃ মহীদুর রহমান,
প্রভাষক বাংলা,
আঠার বাড়ী ডিগ্রী কলেজ,
ময়মনসিংহ।